গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

বিষয় : কপিরাইট অফিসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

কপিরাইট অফিসের কার্যাবলী কপিরাইট আইন-২০০০ (২০০৫ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী পরিচালিত হয়। কপিরাইট হচ্ছে সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের সৃষ্টকর্মের উপর তাঁদের অধিকার। কপিরাইট আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্মাতা/রচয়িতাদের সৃজনশীল কর্মসমূহের স্বত্বের সুরক্ষা প্রদান করা হয়। সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের মেধাশক্তির সুরক্ষা, সৃজনশীল কর্মে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং সার্বিকভাবে কপিরাইট সংক্রান্ত পাইরেসি রোধকরণের মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধনই কপিরাইট আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বস্তুত:পক্ষে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সাহিত্য, কম্পিউটার সফট্ওয়্যার, মোবাইল অ্যাপস, কম্পিউটার গেইম, সঙ্গীত, রেকর্ড (অডিও-ভিডিও), ই-মেইল, ওয়েবসাইট, ইলেকট্রনিক যোগাযোগসহ অন্য কোন মাধ্যম, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার, চলচ্চিত্র, নাটক, স্থাপত্য নকশা, কার্টুন, চার্ট, ফটোগ্রাফ, বিজ্ঞাপন (ভিডিও, অডিও, পোস্টার, বিলবোর্ডসহ অন্যান্য), স্লোগান, থিম সং (Theme Song), ফেসবুক ফ্যান পেজ (Facebook Fan Page), এবং বিভিন্ন ধরণের শিল্পকর্মসহ ইত্যাদি সৃজনশীল কর্মের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে।

২। কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের সাধারণ সুবিধা:

- নৈতিকভাবে আবহমানকাল ধরে মেধাসম্পদের প্রণেতা হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি;
- উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানার স্বত্ব নিশ্চিত হয়;
- মেধাসম্পদ বিভিন্ন পন্থায় পুনরুৎপাদন, বিক্রয়, বাজারজাতকরণ, লাইসেন্স প্রদান এবং জনসম্মুখে প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার নিশ্চিত হয়;
- মেধাসম্পদের কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ যে কোন আদালতে মালিকানা সংক্রান্ত উদ্ভূত জটিলতার ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসেবে কার্যকর;
- একক স্বত্বাধিকারের কপিরাইট রেজিস্ট্রিকৃত পণ্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র বা বিজ্ঞাপন আহবান কিংবা দরপত্রের প্রয়োজনীয় জামানত দাখিল করার প্রয়োজন হয় না; ফলে একক স্বত্বাধিকারী একমাত্র দরপত্র দাতা হিসেবে সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহে পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করেন (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০০৮ ধারা ৭৬);
- কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ মেধাসম্পদ এর অবৈধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক, ফৌজদারি ও দেওয়ানী আদালতে আইনগত প্রতিকার লাভে সহায়ক হয়;
- বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ইউটিউভসহ বিভিন্ন ডিজিটাল মিডিয়ায় সংগীত, নাটক, চলচ্চিত্র, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদি আপলোড অথবা অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ মালিকানা স্বত্বের প্রমাণক হিসেবে দাখিল করা যায়;
- প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি/ স্বকীয়তা তথা সুনাম (Goodwill) কে সুরক্ষা প্রদান;
- বাংলাদেশ বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার সদস্য হওয়ায় কপিরাইট সনদ বিশ্বের যে কোন দেশে উক্ত দেশের প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও নৈতিক অধিকার সংরক্ষণ করে।

৩। কপিরাইট অফিসের প্রধান কার্যাবলী :

ক) কপিরাইট সংক্রান্ত কর্মের রেজিষ্ট্রেশন ও সনদপত্র প্রদান;
খ) কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্ভুত বিরোধসমূহ নিস্পত্তিকরণ;

গ) বিদেশী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ/পুনঃ প্রকাশের লাইসেন্স প্রদান;
ঘ) সম্প্রচার সংক্রান্ত বিদেশী কর্মের বাংলায় অনুবাদ করার লাইসেন্স প্রদান;
ঙ) কপিরাইট রেজিস্ট্রিকৃত কর্মের অবৈধ কপি আমদানি বন্ধকরণ;
চ) সাহিত্যকর্ম/নাট্যকর্মের অনুবাদ, প্রকাশ কিংবা পুনরুৎপাদন এর লাইসেন্স প্রদান;
ছ) কপিরাইট সমিতি/ Collective Management Organaization (CMO) নিবন্ধন;
জ) কপিরাইট সংক্রান্ত রেজিস্ট্রিকৃত কর্মের নমুনা সংরক্ষণ;
ঝ) কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে সময়ে সময়ে পরামর্শ প্রদান;
ঞ) ইনোভেশন বা সৃজনশীল কার্যক্রমকে প্রনোদনা ও উৎসাহ প্রদান।

৪। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ন কার্যাবলি :

- কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের আবেদন নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২২৫৪টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে এবং ২২৮৯টি সনদপত্র ইস্যু করা হয়েছে;
- মেধাস্বত্বের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সরকার কর্তৃক ৫৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের জন্য একটি ১৪ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। গত ০৪ জুলাই ২০২৩ তারিখ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভবনটি উদ্বোধন করেছেন। এটি বুদ্ধিবৃত্তিক মেধাসম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও নিজস্ব সংস্থার একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও ঠিকানা, যা Cultural Hub হিসেবে পরিনত হয়েছে ;
- দীর্ঘ ০৩ বছর ধরে সকল অংশীজন, সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠন ও কপিরাইট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন দেশের আইন পর্যালোচনাক্রমে নতুন কপিরাইট আইন প্রণয়নের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। উক্ত আইনের খসড়া মহান সংসদে উপস্থাপনের জন্য গত ২২ জুন ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়;
- কপিরাইট অফিসে ই-ফাইলিং কার্যক্রম আপগ্রেড করা হয়েছে;
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও পঠন প্রতিবন্ধীদের বই পাঠের সংকট দূর করতে মারাকেশ চুক্তিতে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করেছে;
- নিবন্ধিত সংগীত কর্মের ডাটাবেইজ প্রস্তুতের নিমিত্ত সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

- অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের পূর্নাঙ্গ বাস্তবায়ন;
- কপিরাইট আইন, রেজিস্ট্রেশন ও পাইরেসি সংক্রান্ত স্টেক হোল্ডারদের মাঝে প্রচার জোরদারকরণ;
- নতুন কপিরাইট আইন প্রণয়ন;
- কপিরাইট সমিতিকে সক্রিয় করা;
- ১৫ টি শূন্য পদ পূরণ ও কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- নিয়োগ বিধি সংশোধন;
- নতুন পদ সৃজন;
- রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যের ডাটাবেইজ তৈরি;
- ওয়েব সাইট হালনাগাদকরণ;

৬। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার ও কর্মশালার ছবি :

- বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস এর উদ্যোগে 'মরমী কবি হাছন রাজা, বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম ও প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী জনাব রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার সংগীতকর্ম সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত ওয়েবসাইটের উদ্বোধন' -শীর্ষক সেমিনার গত ১২ নভেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

- বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস এর উদ্যোগে "অর্থনৈতিক উত্তরণের চ্যালেঞ্জ ও বাংলাদেশ কপিরাইট আইনের সংস্কার" শীর্ষক সেমিনার গত ১০ মে ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(মোঃ দাউদ মিয়া, এনডিসি)
রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইটস